

আকাশ মালিকের সৌজন্যে

মো: জামিলুল বাসার

আপনার বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ সূত্র ভিত্তিক; যা মৌলবাদী হিন্দু, শিয়া, ছন্নী ইত্যাদিদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই; কিন্তু ‘২ ম’র প্রায় সবই ২ নম্বরী গ্রন্থ থেকে নেয়া; যার প্রতি আমার কোনই আগ্রহ নেই, নেই কোন উৎকণ্ঠা বা দায় দায়িত্ব। বিশেষ করে শিয়া, ছন্নী ইত্যাদিগণ আমার আলোতে কোন মন্তব্য নেই তবে কোরানের আলোতে মোসলেম, ইসলামিক, আদর্শ বা শান্তিবাদী নন; কারণ তারা নিম্ন বর্ণিত মৌলিক ঘোষণা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন:

[৩:ইমরান-১০৩] এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আক্রে ধর এবং পরস্পর দল-উপদলে বিচ্ছিন্ন হইও না---।

[৩:ইমরান-১০৫] তোমরা তাদের মত হইও না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট বানী আসার পরও দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

এরা পড়ে কোরান কিন্তু মানে হাদিস, ফেকহা-ফতোয়া ইত্যাদি দু’নম্বরী গ্রন্থ; যার অনুসরণে তারা দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং আজ ১৪শ বৎসর যাবত একে অন্যকে কাফের, মোরতাদ ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে খুণা-খুণী অব্যাহত রেখেছে। কোরান ছাড়া যারা অন্য গ্রন্থাদি অনুসরণ করেন তাদের কোরানে নন-বিলিভার ও মোনাফেক বলে ঘোষণা করেছে:

[৪৫:জাছিয়া-৬] এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি; সুতরাং আল্লাহর বানীর পরিবর্তে উহারা আর কোন্ হাদিসে বিশ্বাস করবে?

[৭৭:মুরসালাত-৫০] সুতরাং উহারা আল্লাহর বানী ছাড়া আর কার হাদিছে বিশ্বাস করবে?

আল্লাহ, খোদা, গড, ঈশ্বর, ভগবানে এবং নবীদের মধ্যে যারা ছোট-বড়, সাম্প্রদায়িক-আন্তর্জাতিক ইত্যাদি পার্থক্য করে তারা সরাসরি কাফের। পক্ষান্তরে শিয়া, ছন্নী ইত্যাদিগণ হযরত মোহাম্মদকে (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীদের নবী, নবীদের সরদার ইত্যাদি দু’নম্বরী গ্রন্থের আলোকে পার্থক্য সৃষ্টি করে কোরানের আলোতে কাফের সাব্যস্ত হয়ে আছে: **মূলতঃ সকল জাতিগণই স্ব স্ব নবীদের অনুরূপ বিশ্বাস করে বলেই পরবর্তি নবীকে তারা আজও স্বীকার করেনি।**

[৪:নিছা-১৫০, ১৫১, ১৫২] যারা আল্লাহ ও রাছুলগণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ ও রাছুলদের ব্যপারে পার্থক্য করে এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে বিশ্বাস করি না এবং ইহাদের মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করে;

প্রকৃত পক্ষে ইহারাই কাফের, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্জনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

--যারা আল্লাহ ও রাছুলদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি পুরস্কার দিবেন--।

এখানে মাত্র কয়েকটি প্রমাণ দেয়া গেল। শরিয়তের বিরুদ্ধে শতকরা ৯৮টি প্রমাণ দেয়া যায়। আমার এযাবৎ কালের সমস্ত লেখাই শিয়া, ছন্নী বা দু’নম্বরী বা শরিয়তের বিরুদ্ধে। ইচ্ছা করলে [www. Youngmuslimsociety.com](http://www.Youngmuslimsociety.com) ভিজিট করতে পারেন। ইহার হোম পেজের ঘোষণাগুলি আকর্ষণ করলে ‘সংস্কার গ্রন্থ’ খুলে দেখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা শিয়া-ছন্নী ইত্যাদিগণ আস্তিক দাবি করলেও কোরানের আলোতে তা প্রমাণ করার ক্ষমতা কারো নেই বরং কোরান আমাদের মোনাফেক বলেই সাব্যস্ত করে:

[৪: নিছা-১৪২, ১৪৩] মুনাফিকগণ আল্লাহকে প্রতারণিত করতে চায়; বস্ত্রত তারাই প্রতারণিত হয়। যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য--।

তারা দোটানায় দোদুল্যমান, না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে---।

[১০৭: মাউন] তুমি কি দেখেছ তাকে! যে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে? সে তো সে-ই, যে অসহায়দেরকে রুঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবীদের সাহায্য-সহযোগীতা করে না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাতিদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে, এবং প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না।

ছুরাটি সালাতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট ও স্বরূপ বহন করে; অথচ শরিয়তের সালাতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আয়াতটি শরিয়ত স্বীকার করে কিন্তু মানে না; যেহেতু তারা আবু হানিফা ও বোখারীদের উম্মত! পক্ষান্তরে নাস্তিকগণও মানে না কারণ উহা ধর্ম বা কোরানের বানী বলে! মানলেই মোহাম্মদকে স্বীকার করা হবে! তাতে নাস্তিক্যবাদ অস্তিত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে!

আপনার তথ্যসূত্রগুলির সঙ্গে আমিও একমত হয়ে শরিয়তীদের আহ্বান করছি যে, তারা হয় আপনাদের উল্লেখিত কলঙ্কগুলি খন্ডন করুক! অন্যথায় নিজদেরকে মোনাফেক ঘোষণা করুক! অন্যথায় দু'নম্বরী গ্রন্থাদি ত্যাগ করে একমাত্র কোরানের দিকে ফিরে আসুক।

বেচারা বাসারকে যদি কোন কিছু দান করার দয়া হয় তবে দয়া করে কোরান থেকে কিছু দান করতে পারেন। প্রতিদান দিতে না পারলেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। আপনাদের এতদসম্বন্ধীয় প্রতিবেদনগুলি মোল্লাদেরকে মোসলেম করার জন্য অব্যর্থ; কিন্তু যখন কোরানের সাথে গুলিয়ে ফেলেন তখন উহা সাধ্য মত খড়ানোর চেষ্টা করি মাত্র।

বিনীত